সাতদিন

১২ ডিসেম্বর : নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে পৃথক দুটি রিট আবেদন করা হয়েছে।

জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় বিজয় দিবসের কর্মসূচিতে কাট-ছাট করে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা।

১৩ ডিসেম্বর : স্বল্প সময়ের নোটিশে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ শুরু। পরামর্শ গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বিধিবিধান এখনও তৈরি করা হয়নি।

ঢাকা কলেজ ও ঢাকা পলিটেকনিকের ছাত্রাবাসে র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযানে পলিটেকনিকের ছাত্র জঙ্গি নেতা পাপ্পু গ্রেপ্তার।

১৪ ডিসেম্বর : জেএমবির সামরিক কমান্ডার সানি ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমান্ডার জায়েদ ইকবাল গ্রেপ্তার হয়েছে।

ভয়াবহ আর্থিক সংকটে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা।

১৫ ডিসেম্বর : জিয়া বিমানবন্দরের শিডিউলে মারাত্মক বিপর্যয় নেমেছে। সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা। কেরানীগঞ্জে ৩০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার। রাজধানীর ১০ ব্যাংকে জেএমবির ১০০ অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করেছে গোয়েন্দা সংস্থা। নজরদারি চলছে।

১৬ ডিসেম্বর : দুই হাজার ডেটোনেটর ও ১৪৪টি পাওয়ার জেলসহ রাজশাহীর জেএমবি কমান্ডার ইছা গ্রেপ্তার।

জেএমবি নেতা সানির পরিচয় উদঘাটন। বাবা সাবেক আলবদর কমান্ডার এবং সানি শিবিরের সহ-সভাপতি।

১৭ ডিসেম্বর : শিরোপা ধরে রাখতে পারল না বাংলাদেশ। সাফ ফুটবলে ভারত চ্যাম্পিয়ন।

সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধে নতুন আইনের খসড়া সোমবার মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে।

কম্পিউটার ক্রয় চুক্তি বাতিলের খেসারত দিতে হচ্ছে বিটিটিবিকে। ৪০ লাখ ইউরো আটকে দিয়েছে ডাচ সরকার।

১৮ ডিসেম্বর : ময়মনসিংহে জেএমবির অফিসে পাওয়া রোল 'আলোক সংবেদী' বোমা ও 'জলপাই বোমা' র‍্যাবের গুলির জবাবে বোমা মেরে পালিয়ে গেল জঙ্গিরা।

জঙ্গি সমস্যা জিয়িয়ে রাখার রাজনীতি

উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদের উত্থানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে চলেছে। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিতি পাচ্ছে সাম্প্রদায়িক উগ্র জঙ্গি দেশ হিসেবে। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর এ ধরনের কলঙ্ক মেনে নিতে পারছে না ত্রিশ লাখ শহীদের উত্তসূরিরা। এদিকে জঙ্গিবাদের হুমকির মধ্য দিয়েই দেশে উদযাপিত হলো মহান বিজয় দিবস। দিবসটি শান্তিপূর্ণভাবে পালনের মাধ্যমে জাতি নতুনভাবে জেগে ওঠার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। তবে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে নিরাপত্তার অভাবে সরকারপ্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী কেউ-ই রায়েরবাজার স্মৃতিসৌধে যাননি। এটা আমাদের জন্য বেধনাদায়ক।

জেএমবির সামরিক চিফ আতাউর রহমান সানির গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্য দিয়ে উদ্ধার হচ্ছে গ্রেনেড বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম। সরকার চলতি বছরের শুরুতে দেশে জঙ্গি অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও, এখন তাদের ঘারের ওপরে এসে পড়ায় তা দমনে নেমেছে। তবে জঙ্গিদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা গডফাদারদের ব্যাপারে সরকার নীরব। সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি ও জামতের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সত্যেও তাদের বিরুদ্ধে তদন্তটুকু পর্যন্ত না করায় জঙ্গি দমনে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। সবার সন্দেহের দৃষ্টি জামায়াত-শিবিরের দিকে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিতে নারাজ।

জঙ্গি সমস্যার জন্য সংলাপে বসার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছিলেন, বিরোধী দল তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতারা বলছেন জঙ্গি সমস্যা তৈরি করেছে সরকার। সারা দেশে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কোনো না কোনোভাবে স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি বলে চিহ্নিত পরিবারের সন্তান। বেশির ভাগ জঙ্গি চারদলীয় জোটের শরিক জামায়াত-শিবিরের সাবেক কর্মী। এদের একটি অংশ আফগান ফেরত মুজাহিদ, যাদের ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। মূলত এজন্যই দেশবাসী মনে করে, জঙ্গি সমস্যা সৃষ্টি করেছে বর্তমান সরকার। বিরোধী দল এ ধারণা থেকে সংলাপ বর্জন করলেও জাতীয় পার্টি (এরশাদ), কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিএফইউজে নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এরশাদ ও কাদের সিদ্দিকী বাদে ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সবাই সরকার সমর্থিত। যে কারণে এই সংলাপ জনমনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং সফলতার মুখও দেখেনি। তবে ১৯৭১-এর পর দেশের সবচেয়ে এই খারপ সময়ে সরকার ও বিরোধী দল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ভুলে গিয়ে একজোট হয়ে এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক উত্থান প্রতিরোধ করবে এবং দিশেহারা দেশবাসীকে দিকনির্দেশনা দেবে এমন আশা করেছিল সবাই। কিন্তু আমাদের রাজনীতিকগণ আবারও প্রমাণ করলেন, তাদের কাছে নিজের স্বার্থ আর দলের স্বার্থই বড়; দেশ নয়। এমন এক দুর্দিনেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারলাম না! জাতির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ উগ্র জঙ্গিবাদ। যেকোনো মূল্যে তাদের নিঃশেষ করতে হবে। না হলে ওরা দেশটাকেই নিঃশেষ করে দেবে। তখন আপনারা রাজনীতি করবেন কোথায়? দেশবাসীর মনে এখন আরেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে- আমাদের রাজনীতকগণ সত্যিই কি আন্তরিকভাবে জঙ্গি সমস্যার সমাধান চান? না এটা জিইয়ে রেখে পরস্পরকে দায়ী করে, ঘায়েল করে ক্ষমতায় থাকার বা ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা প্রসস্থ করতে চান?

জঙ্গি দমনে নতুন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছে সরকার। ইতিমধ্যে খসড়া আইন তৈরিও করেছে। বর্তমানে দেশে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত জঙ্গি মোকাবেলায় সংলাপের চেয়েও বেশি প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা। সেই সঙ্গে বিরোধী দলগুলোরও উচিত শুধুই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে এ সমস্যা থেকে যাতে জাতি মুক্তি পায় সেজন্য সরকারকে সহায়তা করা।

বরিশাল

উদ্বেগজনক হারে নারী নির্যাতন বাড়ছে

শরীফ খিয়াম আহমেদ, বরিশাল থেকে

দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভাগ বরিশাল নারী ও শিশুদের নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে। বেসরকারি সংস্থা এসডিএসের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নবেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে গোটা বরিশাল অঞ্চলে পাঁচ শতাধিক নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নির্মম নির্যাতনে প্রাণ হারাতে হয়েছে ৬০ জন নারীকে।

বহুল আলোচিত পাপিয়া হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই গত ১১ নবেম্বর রাতে নগরীতে এক মাদকাসক্ত স্বামীর নির্যাতনের বলি হয় গৃহবধূ পারভীন (৩০)। এ ঘটনার মাত্র এক সপ্তাহ পর নগরীর এক জনবহুল সড়কে প্রকাশ্যে সালমা (২৪) নামে এক তরুণীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় তার প্রতারক প্রেমিক। একদিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মানবাধিকার কর্মী ও প্রতিশ্রুতিশীল আইনজীবী পাপিয়ার মত পারভীন ও সালমা হত্যাকান্ডে শহরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় বিভিন্ন মানবাধিকার ও নারী সংগঠন, এনজিও এবং উন্নয়ন সংস্থাসহ সচেতন নাগরিক সমাজ পাশাপাশি প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা সবাই মিলে গঠন করেন 'পাপিয়া হত্যা বিচার দাবী পরিষদ'। কিন্তু পাপিয়ার পর পারভীন ও সালমা পৈশাচিক হত্যাকান্ডের শিকার হলে এ দুই নারীর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে এই পরিষদ।

এদিকে পাপিয়া, পারভীন ও সালমার হত্যাকান্ডের সরাসরি জড়িত প্রধান অভিযুক্তরা কেউই এখনো গ্রেপ্তার না হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশের ভূমিকা ও 'রহস্যজনক' ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সরজমিনে অনুসন্ধানে জানা যায়, বিয়ের দেড় দশক পরে মাদকাসক্ত স্বামীর হাতে খুন হন পারভীন। গত ১২ নবেম্বর ভোরে রান্নাঘর থেকে উদ্ধার করা হয় তার লাশ। গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় মেঝে থেকে সামান্য ওপরে জানালার সাথে ঝুলানো ছিল তার মৃতদেহ। হত্যাকান্ডের পর থেকেই তার দুই সন্তানকে নিয়ে পলাতক রয়েছে স্বামী ইউনুছ (৩৫)। নগরীর বাংলাবাজার এলাকার ১৪নং ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয় সংলগ্ন খান ভিলাতে বসবাস করত পারভীন ও ইউনুছ। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে, তাদের দুজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য কলহ চলছিল। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদের জের ধরেই স্বামী ইউনুছের হাতে পারভীন খুন হয়েছেন বলে এলাকাবাসী দাবি করেন। তারা জানান, নগরীর সদর রোডের জনসেবা ডায়গানস্টিক ল্যাবের ইসিজি অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন পারভীন। প্রায় ১৫ বছর আগে তিনি একটি সিগারেট কোম্পানির টেম্পু চালক ইউনুছকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর কয়েক মাস তারা সুখে-শান্তিতে কাটলেও এর শুরু হয় দাম্পত্য কলহ। তবে দাম্পত্য সংকটের মধ্যেও পরবর্তীতে এক এক করে তাদের ঘরে আসে দুটি সন্তান। কিন্তু সন্তানদের জন্মের পরও থামেনি ইউনুছ-পারভীনের কলহ।

এলাকার বিভিন্ন লোকজন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, ইউনুছের মাদকাসক্তিই ছিল দাম্পত্য কলহের মূল কারণ। দিনদিন তার নেশার মাত্রা বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়ে দাম্পত্য কলহ। কারণ ইউনুছ অনেক সময় কাজে না গিয়ে সারাদিন নেশা করে পড়ে থাকত। নেশার জন্য টাকা না পেলেই সে বেপরোয়া হয়ে উঠত আর স্ত্রী পারভীনের ওপর চড়াও হত।

হঠাৎ গত ১১ নবেম্বর ইউনুছ-পারভীনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঝগড়াও বাড়তে থাকে। এরই মধ্যে ক্ষিপ্ত ইউনুছ বেশ কয়েক দফায় পারভীনকে মারধর করে। উপায়ন্তর না দেখে এক পর্যায়ে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারকে গিয়ে এ ঘটনা জানায় পারভীন। কমিশনার পরদিন সকালে সালিস করার আশ্বাস দিয়ে তাকে বাড়িতে ফেরত পাঠান। বাসায় ফিরতে না ফিরতেই সে পুনরায় ক্ষিপ্ত ও মাতাল স্বামীর রোষানলে পড়ে। আবার ঝগড়া এবং আবারো পারভীনের ওপর ইউনুছের নির্যাতন। এভাবেই চলে অনেক রাত পর্যন্ত। কিন্তু গভীর রাতে এক সময় ঝগড়া যেন থেমে যায়। পরদিন সকালে এক প্রতিবেশী প্রথম রান্নাঘরের জানালার সাথে পারভীনের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়।

পারভীন হত্যার মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হন আরেক তরুণী সালমা। ১৮ নবেম্বর রাতে নগরীর গোঁড়াচাঁদ দাস রোডের শ্যামবাবু লেনে প্রকাশ্যে তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয় প্রতারক প্রেমিক নোমান। পথচারীরা তাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমেই শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এ অমানুষিক নির্যাতনের খবর পেয়ে সালমাকে দেখতে মেডিকেলে ছুটে যান ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার কাইয়ুম উদ্দিন ও এএসপি (সদর সার্কেল) মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তারা। এ সময় ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মুমিন হাসান ১৬৪ ধারায় সালমার জবানবন্দী গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া অবস্থায় দেওয়া জবানবন্দীতে সালমা তার প্রতারক প্রেমিক নোমানের বিচার দাবি করে।

জানা যায়, সালমা পটুয়াখালী জেলার বাউফল বন্দর এলাকার তোজাম্বর আলীর মেয়ে। প্রায় ৮ বছর আগে একই এলাকার ছেলে নোমানের সাথে তার মন দেয়া-নেয়া শুরু হয়। বছর তিনেক প্রেম করার পর অর্থাৎ বছর পাঁচেক আগে এক সময় নোমান বাউফল ছেড়ে বরিশাল শহরে এসে বসবাস শুরু করে। তারপরও তাদের দুজনের মধ্যে প্রেম চলতে থাকে। সেই সুবাদে নোমান প্রায়ই বাউফল গিয়ে সালমার সাথে দেখা করত। অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, নোমান একদিকে সালমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে অন্যদিকে গোপনে নগরীর অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তাও প্রায় পাঁচ বছর আগের ঘটনা। বিয়ের এক বছরের মধ্যে নোমান এক সন্তানের বাবা হয়।

ঘটনার দিন সকালে প্রেমের টানে বাউফল থেকে বরিশাল ছুটে আসে সালমা। এরপর দু'জনে মিলে দিনভর নগরীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়ায়। এ সময় নোমানকে বিয়ের জন্য চাপ দেয় সালমা। সালমার চাপাচাপি আর কাকুতি-মিনতির এক পর্যায়ে নোমান অপারগতা জানিয়ে তার বিয়ে করা ও সন্তান হওয়ার খবরটি দেয়। তা জেনেও প্রেমান্ধ সালমা নিবৃত্ত না হয়ে, বরং নোমানকে বিয়ের জন্য বার বার চাপ দিতে থাকে। অবশেষে নোমান ক্ষিপ্ত হয়ে সালমার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ার মতো পৈশাচিক কান্ডটি ঘটায়। এ ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সে।

পাপিয়া, পারভীন ও সালমা হত্যাকাণ্ডের পর থেকে নগরীতে জোরদার হয়ে উঠেছে নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধীদের আন্দোলন। এসব হত্যাকান্ডের সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন চলছে। নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, পোস্টারিং, স্মারকলিপি পেশ ও অনশনসহ নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

তবে এসব ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা বারবার সমালোচিত হচ্ছে। পাপিয়া হত্যা মামলার প্রধান আসামি তুহিন, পারভীনের সন্দেহজভাজন হত্যাকারী ইউনুছ ও সালমার ঘাতক নোমানকে প্রেপ্তারে পুলিশের ব্যর্থতা জনমনে ক্ষোভ-সন্দেহের সৃষ্টি করছে। পুলিশের ব্যর্থতা বা নির্বিকার থাকার কারণেই একের পর এক নারী নির্যাতন ও খুনের শিকার হচ্ছে বলে স্থানীয় নাগরিক সমাজ অভিযোগ করে।